নতুন কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্যামা

প্রথম উন্মীলিত চেতনার
সেই প্রাগূষা থেকে
আর্ত প্রাণের আকুল প্রার্থনা
আকাশে ধ্বনিত,–
“যদ্ভে দক্ষিণমুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।”
সর্ব ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্যে
সেই একই কাতর মিনতি,–
“মা মা হিংসি।”

কিন্তু ভয়কে কেমন করে এড়াবে?
জীবনের বনেদে
কামনা-মূলের মধ্যেই তা গাঁথা!
তাই,
পরিত্রাণ নয়, চাও উত্তরণ।
চরম ভয়ালতাকেই দাও পরমারাধ্যার মহিমা।
নগ্ন করো তাকে
মহাতমিস্রার রহস্য-ঘনিমায়,
“মহা মেঘ প্রভাং শ্যামাং
তথা চৈব দিগম্বরীম্,”
ছিন্নমুণ্ডের উন্মত্ত নৃশংসতায়
তাকে করো অলংকৃত,
“ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং
পীনোন্নত পয়োধরাম্,”
সৃষ্টির সমস্ত বিভীষিকা
মথিত জারিত করে তোলো
প্রলয়-ছন্দের নৃত্য-লীলায় উন্মাদনায়,
“শবানাং করসংঘাতৈঃ
কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্

BANGLADARSHAN.COM

সুক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা

বিস্ফুরিতাননাম্।”

সমস্ত বীভৎসতা থেকে শোধিত হয়ে

জীবন-মূলের আতঙ্ক তখনই পৌঁছোবে

নিষ্কম্প উল্লাসের নির্মলতায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রভৃতি

কেউ কেউ শুধু বুঝি
মূর্তি হতে চায়,
–মূর্তি আর কীর্তিস্তম্ভ
ধাতুতে ঢালাই কিংবা পাথরে খোদাই,
দীর্ঘ ছায়া ফেলতে চায়
অনাগত কালের দিগন্তে।

পাদপ্রদীপের আলো জ্বেলে সারাক্ষণ
সে এক প্রকাশ্য বাঁচা,
–শিরোনামা-অস্তিত্বের ঘটা।
ইতিহাস শুধু বুঝি
এই সব নিনাদিত নাম দিয়ে গাঁথা।

প্রাণের গভীরে তবু জানি,
অকাতরে নিজেদের মুছে রাখে, তাই
দুটি নাম অবিস্মরণীয়,–
প্রভৃতি, ইত্যাদি!

BANGLADARSHAN.COM

বই নয়

সাজানো অক্ষরে বন্দী
বই নয়
এ সৃষ্টি পৃথিবী,
–তন্ন তন্ন পড়ে ফেলবে সব।
জীবনটা অবিকল
ছাপানো পাবেনা
দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে।

মানচিত্র আঁকি যত
নিখুঁত নির্ভুল
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার
চুল-চেরা হিসাবের ছকে,
এ পৃথিবী কোনোদিন
সে মাপে মেলে কি?

BANGLADARSHAN.COM

সাগরে পাহাড়ে আর
নিরুদ্দেশ দিগন্তেই নয়,
সামান্য পাথুরে ঢিবি
কিংবা তারই ফাটলের ফাঁকে
এক গুছি দুঃসাহসী ঘাসে
পৃথিবী কৌতুকে রঙ্গে
ভূগোলের সব-ছক-ছেঁড়া হাসি হাসে।

পার্থিব

অলজ্জ আমার পার্থিবতা!
তারও পিপাসা বুনে রেখে যাই।
নদী হয়ে যদি না বয়,
আকাশ না ঢাকে সজল মেঘের আশ্বাসে।
ক্ষমাহীন ক্ষোভ হয়ে
        কাঁটা গুলোই থাকবে জেগে।
এই পিপাসাই ছড়িয়ে যাই
        সময়ের পাথারে।
স্বচ্ছ হাওয়া আর স্বাদু জল,
পবিত্র মাটি
আর অমল আকাশের
        মুগ্ধ মিনার তোলা
জনপদ যদি না পারে পাততে,
কোটি কণ্ঠের ধিক্কারে হবে ধ্বনিত।
জ্বলন্ত নিশান হবে
        উৎক্ষিপ্ত অগণন বাহুতে।

আর একটি পিপাসাও
        আকাশে যাই ভাসিয়ে,
একটি শপথ-শুভ্র পাখিকে
সব সশস্ত্র সীমান্ত
        মুছে ফেলতে পাঠাবার।

BANGLADARSHAN.COM

কেউ না

বাস থামলেই
হাঁক শুনবে–চৌরঙ্গী!
নামতে পারো,
বদল যদি করতে চাও, তাও।
চার তরফেই রাস্তা খোলা,
সাগর পাহাড় অরণ্যে উৎসুক।
পারবে না, তা।
ঘুরতে হবে হুকুম মেনে
হলদে, সবুজ, লাল,
অনেক জনের মাঝে কেউ-না হয়ে।
‘অন্য কোথাও পালিয়ে যাবো।’
সবাই ভাবে,
দার্জিলিং কি দীঘা পুরী,
প্রয়াগ হরিদ্বার,
কিংবা আরো সুদূর কোনো
শুদ্ধ নির্জনতায়
ডালহাউসি কুলু কি আলমোড়া।
যেখানে যাও,
পেট্রোল আর ডিজেল ধোঁয়ার
খুনে গন্ধ
পাপের মত টানে,
সঙ্গে ফেরে বিষের মত
চৌরঙ্গী!
যেখানে রোজ
কেউ-না হবার ঢালাও নিমন্ত্রণ,
আমি-তুমি-র শূন্য খোলস
ভরাট করে রাখা
ঝলমলানো নিয়ন বিজ্ঞাপন।

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধকার

ওরা অন্ধকার বেচে।
বিক্রী হয় অন্ধকার
প্রকাশ্য ও গোপন বাজারে
নানান মোড়কে মোড়া রঙীন লোভন,
কত না লেবেল-এ!
এ নয় সে তমস্বিনী, আদিম অশেষ,
কোটি কোটি নীহারিকা গর্ভে ধরা
সৃষ্টির জননী;
কিংবা নয় আমাদের খদ্যোত-আয়ুর
ক্লান্ত ক্লিন্ন চেতনার
        নিরাময় পবিত্র গাহন,
        –নক্ষত্র ছিটোনো মহানিশা।
আর এক অন্ধকার,
পৈশাচিক মস্তিস্ক ও মেশিনে প্রস্তুত
তাল তাল, ফেরি করে সুচতুর বণিকের চর।
আমাদের চিন্তায় ও ধ্যানে,
        স্বপ্নে জাগরণে
তিল তিল করে তাই
মিশিয়ে দেয় সংক্রামক জীবাণুর মত।
বিস্ফোরিত প্রজননে সেই বিষ-বীজ
        শিরায় শিরায় প্রবাহিত,
আমাদের চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি হয়ে থেকে
সব আলো একে একে শোষে।
শতাব্দীর চতুর্থ প্রহরে,
আঁধারের বণিকেরা এখনো অবাধে
হাটে হাটে সওদা নিয়ে ফেরে!
কই, কোথা সংশপ্তক সেনা?

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ

সবিস্ময়ে মুখ তোলো,
মেলে ধরো বিহ্বল হৃদয়,
সর্বোত্তম মহিমায় মানুষকে দেখো!

কেমন সে আশ্চর্য মানুষ?
শক্তিমত্ত দম্ভস্ফীত অনন্য একক
নয় সে'ত আপনার স্বাতন্ত্র্যে সুদূর হিমগিরি,
        বাড়বাগ্নি অথবা দুর্বার।
তোমার আমার পথে
সেও সব জনতার ধূলিম্লান সাথী।

তবু সেই সামান্য মানুষ
যেখানেই হেঁটে চলে যায়,
কল্লোলিত ইতিহাস পায়ে পায়ে জাগে।
        অন্ধ মন আলো পায়
স্পর্শে তার ছিঁড়ে যায় সত্য ও অলীক
        দলিতের সমস্ত শৃঙ্খল।
শতাব্দীর নাদিরেরা ক্রূর গর্বোদ্ধত
তারই শান্ত দৃষ্টিপাতে ক্লিন্ন নতফণা।
সে শুধু বাড়ায় যেই হাত,
শুদ্ধ এক ভাবীকাল অমল প্রীতির
সময়ের স্রোত ঠেলে
        মেলে যেন প্রসন্ন প্রভাত।

BANGLADARSHAN.COM

স্টেশন

হয়ত হবে না যাওয়া।
ক’বার-ই বা হয়;
যেতেও চাই কি ঠিক?
যাওয়া নয়, তারই ছলনায়
ঘড়ি ধরে তৈরি হয়ে
        শশব্যস্ত বেরিয়ে-পড়া শুধু
তারপর হয়ত দৈবাৎ
        প্রতীক্ষার অনিশ্চিত স্টেশন পৌঁছানো।

সেখানে সর্বদা রাত্রি।
জমানো গতিতে গাঁথা
আর এক উৎকণ্ঠ বিস্তৃতি
একান্ত তৃষিত চোখে
        শুধু দূর আঁধার ধেয়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে তারপর
সত্যিকার ট্রেন এলে
        চট্‌কা ভেঙে যায়।
চেনা ও অচেনা মুখ
ভিড় করে সম্পর্কের সূত্র সব টানে।
স্টেশনে হাজিরা যেন
রওনা হওয়া
কিংবা কাউকে
        সমাদরে নিয়ে যেতে আসা।

দূর অন্ধকারে সেই দুর্লভ উদ্ভাস
শুধুই সিগ্‌ন্যাল হয়,
        যান্ত্রিক সংকেত
চলার থামার রঙে
        সবুজ কি লাল।

দিন

এক একটা দিন
ঠিক লাইনে থাকে না।
সম্বৎসরের সার বাঁধা মিছিল থেকে
ছিটকে বেরিয়ে আসে
দল ছাড়া দামালের মত।
সে সব দিনের ঘণ্টাগুলোও
ঘড়ির আইন মানে না।
আপন খুশিতে ছড়াতে ছড়াতে
কেমন যেন অশেষ হয়ে যায়
সূর্যের সাম্রাজ্যের
সমস্ত আকাশটাকেও ছাড়িয়ে!
সে দিনগুলি
গুনতিতে কেউ যেন না ধরে।
BANGLADARSHAN.COM
তাদের প্রামাণ্য পঞ্জিকায়,
সহকারী ইতিহাস থেকেও
দিনগুলো যেন দেয় বাদ।
সে সব দিন শুধু
নিজের কাছেই হারিয়ে যাবার,
শুধু নিজেরই এলাকার
এক স্বাধীন পতাকা ওড়াবার।
কেমন সে দিন, যায় কি বোঝানো?
হয়ত সদ্যজাগা এক শিশুর হাসিতেই
তার সূর্যোদয়,
আর দিনান্ত,
আলো-নেভানো ঘরের
স্মৃতিমুখর নীরবতায়।

দেখেছি

এক স্বৈরিণী নদীকে
আমি সাধ্বী হতে দেখেছি,
সাধ্বী আর স্নেহাতুরা।
সব বেড়িকে বলয়ের মতো প'রে
জনপদবধূদের সঙ্গে
সখিত্বে সে বেঁধেছে নিজেকে।

একটি রুগ্ন মলিন পাখিকে
তার ভীত কম্পিত কুলায় থেকে
শ্বেত সাহসী কপোত হয়ে
আমি বেরিয়ে আসতে দেখেছি।
দেখেছি সারা আকাশ
ঝলকিত, স্পন্দিত হতে
তারই মতো অগণন
শুভ্র ডানার সঞ্চালনে।
একটি ভেঙে-পড়া ভীরু ক্ষীণ মানুষকে
তার দীনতার নোঙরা কোটর থেকে
জড়তার জীর্ণ কাঁথা ফেলে
আমি উঠে দাঁড়াতে দেখেছি।
দেখেছি তাকে দৃঢ় সবল পায়ে
দুর্বার মিছিলে গিয়ে মিলতে।
আমি জানি,
হার মানবার খেলা এখন শেষ।

BANGLADARSHAN.COM

রামমোহন

মেঘ-ছোঁয়া না হলে, দূরের দেখায়
সব গিরি-পর্বতই যায়
দিগন্ত পারে হারয়ে।
কিন্তু দুই শতাব্দীর ব্যবধানেও
অক্ষুণ্ণ গরিমায় দেখেছি
অভ্রংলিহ এ কোন নাগাধিরাজকে
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
অতীত থেকে ভবিষ্যতে
মহৎ চিত্তের বলিষ্ঠ বিশালতায়
যিনি প্রসারিত?

দূরত্ব তাঁকে অস্তমিত করেনি।
খণ্ড সময়ের কুজ্ঝটিকার উর্ধ্বে
তাঁর হিরণ্ময় সত্তার দ্যুতি
দিগ্বিদিকে আজো বিকীর্ণ।

BANGLADARSHAN.COM

বিন্ধ্যগিরির বিভাজিকা
উত্তর আর দক্ষিণের প্রহরায়
নদীদের দেয় না মিলতে।
অটল তার নিষেধে
নর্মদার খবর পায়না যমুনা জাহ্নবী।
ভারতের অষ্টাদশ শতকের
সময়-সীমার
বিভাজিকার মতই দাঁড়িয়ে আছেন
মেঘলোক-ছড়ানো মহাকায়
যে যুগপুরুষ
তিনি কিন্তু প্রাকার হয়ে পৃথক করেন নি
সেতু হয়েই মিলিয়েছেন বিপরীত
দূর আর নিকটকে,
মিলিয়েছেন গত আর অনাগত

পবিত্র ধূসর স্মৃতি আর দীপ্ত সাহসী সঙ্কল্প
সুষুপ্ত অতীত আর ভ্রূণ ভবিষ্যৎ।
একদিকে ছিল তাঁর
বিলীয়মান দূর গৌরবে মোহান্ধ
স্বপ্নাতুর প্রাচী,
অন্যদিকে নবজাগরণের মত্ততায়
উদ্দাম অশান্ত প্রতীচী
এই দুই-এর আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর মধ্যেই সাধিত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়
মোহাচ্ছন্নতায়
বহুযুগ পুঞ্জিত গ্লানি ও অবসাদে
দেবভূমির মন্দাকিনী ধারও
রুদ্ধ মন্থর হয়ে আসে
জড়ত্বের শৈবালে?
তখনই বুঝি অনন্ত শয়নে
সচকিত যন্ত্রণায়
জেগে ওঠেন ভারতের প্রাণপুরুষ,
আর এমনি মহিমান্বিত আবির্ভাবে
সময়ের স্রোত আবার হয়
মুক্ত ও মুখর
ছিন্ন হয়ে তখন উড়ে যায়
ইতিহাসের জীর্ণ পুরাতন পাতা
নতুন অধ্যায় লেখা শুরু হয়
মানবতায় জয়যাত্রার।

শুধু যুগপুরুষ নয়, যিনি যুগাতীত
তিনি শুধু প্রজ্ঞাতেই অনন্য নন,
গভীর মানব-মমতায় হৃদয় তাঁর আর্দ্র
অসীম অপার করুণা তাঁর নয়নে।
তিমির রাত্রির মৃত্যু-জড়তা থেকে উদয়ের পথে
তিনি ভারতের প্রথম পদক্ষেপ

BANGLADARSHAN.COM

তিনি নূতন, তিনিই সনাতন
তিনি অটল ঐকান্তিক নিষ্ঠা
তিনিই আবার যুগান্তের নির্ভীক।

সমস্ত দীনতা হীনতা ভীরুতার ঊর্ধ্বে
মহৎ উদার তেজঃপুঞ্জ শাশ্বত ভারত
যাঁর মাঝে মূর্ত
সকৃতজ্ঞ বর্তমান ও সমস্ত ভাবীকালের প্রণাম
আজ সেই মহামানবের উদ্দেশে নিবেদিত।

BANGLADARSHAN.COM

লেনিন

কুহেলি-বিলীন দিগন্ত থেকে
সময়-সরণীর দুধারে
আমাদের প্রণম্যেরা আছেন দাঁড়িয়ে
কত না স্থাপত্যে আলেখ্য আর ভাস্কর্যে অমর হয়ে।

ইতিহাসের স্রোত যাঁরা ঘুরিয়েছেন,
পথ কেটেছেন
অজানা গহন দুর্গমতাকে জয় করবার,
আলো জ্বেলেছেন,
আর যা দিয়েছেন
অন্তর বাহিরের সমস্ত শৃঙ্খলে,
জীবনকে যাঁরা উদ্বুদ্ধ করেছেন
এক থেকে আরেক উজ্জ্বল মহিমার তপস্যায়,
তাঁদের আমরা ভুলতে চাই না।
তুমি তাঁদেরই একজন
তবু তুমি ভিন্ন।
তোমার দেহাধার যেখানে শায়িত
চিরকালের সমস্ত মানুষের তা তীর্থভূমি।
তবু তুমি শুধু স্মৃতি নও, শোক নও
নও শুধু পূজনীয় পবিত্র প্রাচীনতা
অচলতার পাষাণ-বেদীতে গাঁথা।

তুমি সেই আশ্চর্য অম্লান উপস্থিতি
বর্তমান ও ভাবীকাল
যার বিদ্যুৎস্পর্শে স্পন্দমান।
তুমি শুধু ছিলে, নয়, তুমি আছো,
আছো, জীবন্ত বেগ হয়ে
আমার মত অগণনের উৎসুক লেখনীর মুখে
অকপট প্রীতিতে পরিশুদ্ধ
অবিভাজ্য এক ভাবী মহাসমাজ যারা গড়ছে

BANGLADARSHAN.COM

আছো, তাদের সকলের হলে ও হালে
সংগ্রাম ও সাধনার সমস্ত হাতিয়ারে।
কল্পনার আকাশে স্বপ্নের ইসারা হয়ে নয়,
এই কঠিন পৃথিবীর মাটিতে তুমি আছো
আমাদের শাশ্বত সাথী আর অভ্রান্ত দিশারী হয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

মহানায়ক

প্রণাম করবার মানুষ যাঁরা আছেন
তারা প্রণাম নিক।
কুর্ণিশ করবার মানুষকেও জানাই
দরবারী সেলাম
তোমার জন্যে এসব কিছু নয়,
প্রণামের দূরত্বে তুমি নেই।
কুর্নিশের কৃত্রিমতায় তোমার নাগাল পাবার নয়।
তুমি সেই আশ্চর্য সৈনিক
তপোদীপ্ত এক সন্ন্যাসী যার মধ্যে আছে জেগে,
সার্থক ভবিষ্যতের কল্পনা।
তুমি সেই স্বপ্নবিলাসী
বিফল বর্তমানের বাস্তবতা
যে অস্খলিত পদে
পার হয়ে যায়
সকলের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়করূপে
তুমি নাও আমাদের দৃপ্ত অভিবাদন
অপরাজেয় অভয় যৌবনের প্রতীকরূপে নাও
সমস্ত দেশের মুগ্ধ হৃদয়ের উষ্ণ উৎসার।

BANGLADARSHAN.COM

স্বাদেশিক

খুঁজতে যাব না দূর প্রাগূষার তিমিরে
অস্থি কি করোটির সাক্ষ্য।
কি-ই বা বলবে শিখালেখ কি তাম্রলিপি?
প্রত্নবিদের খনিত্র
সময়ের সমাধিই শুধু খোঁড়ে।

ভূতত্ত্ব জানে
অর্বাচীন এক পাললিক সঞ্চয়ের বৃত্তান্ত
ক্ষয়িত গৈরিকের ধ্রুপদাঙ্কে
স্বৈরিণী নদীরা যেখানে নৃত্যপরা;
আর পুরাণ নিয়ে যেতে পারে
স্মরণ-সীমার সেই আলো-আঁধারিতে
আর্য দম্ভের কানে
প্রাক-কণ্ঠ যখন পক্ষীরব
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী
দ্বিতীয় কোন পুণ্ড্র-বাসুদেবের স্পর্ধা
উন্নাসিক কুরু পঞ্চালে উপহসিত।

ইতিহাস অবশ্য শোনাবে
অর্ধবিশ্বজয়ী অপ্রতিরোধ্য এক বাহিনীর
সশঙ্ক সচকিত হৃদ্‌কম্পন।
সে দুর্বার প্রলয়তরঙ্গ
সহসা যাতে হয়েছিল নিশ্চল
অজানার আতঙ্ক-জাগানো
সে এক কিংবদন্তী-ঝঙ্কৃত নাম,
–যাবনিক জিহ্বায় বিকৃত,–গঙ্গাহৃদি!
শুধু সে নাম কেন,
এ মাটিতে কান পাতলে
বিস্মৃতি বিলীন কত যুগান্ত
আবার হবে সরব।

BANGLADARSHAN.COM

শোনা যাবে মাৎস্যন্যায়ের মন্মনান্তে
কোটি কণ্ঠে কল্লোলিত
একটি নামের জয়ধ্বনি,
গোপালদেব! গোপালদেব!
তেমনি আবার আকাশ-কাঁপানো উল্লাসে
বিপ্লব নায়ক দিব্বোক!
ইতিহাসের অবিরাম ঘূর্ণাবর্তে
উত্তাল কত না মুহূর্ত!
কী দুরন্ত নাট্যপ্রবাহ পতন অভ্যুদয়ের!

তবু সেখানেও খুঁজব না তার রহস্য
আমার অস্থি-মজ্জার যা স্মৃতি ও স্বপ্ন,
সঙ্কল্প হয়ে, ধ্বনিত আমার হৃদ্‌স্পন্দনে,
আমার দৃষ্টিতে যা দীপ্তি,
আর নিজেকেই চেনবার
চিরন্তন অভিজ্ঞান চেতনার গহনে।

BANGLADARSHAN.COM

এ দেশ-চেতনার হদিস
পুরাণ ইতিহাসের অতীত!
তাত্ত্বিকদের পরকলা ঢাকা চোখ
তার খোঁজ রাখে না।
পাললিক ইতিবৃত্তে তা নেই
নেই কোনো পুরাবিদের পুঁথিপত্রে।
ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টানো
খেয়ালের তালিমারা
রাজনীতির মানচিত্র
তা মেলে না।

আমার স্বদেশ
ভৌগোলিক এক মুষায়
বিবর্তন-বিধাতার বুঝি
কিমাশ্চর্য কিমিত,
সমতল দিগন্তের দেশে

মানুষকেই যা করে অভ্রভেদী,
পলিমাটির পেলবতা যাতে হয় বজ্রকঠিন।

বাঁচতে আকুল, মরতে অভীক
বিষামৃতের অবাক দেশ
প্রণতি নাও।
শান্তি নয়,
জীবন দাও মৃত্যুফেনিল।

BANGLADARSHAN.COM

শতাব্দী

যেখানেই ডেরা বাঁধো
গিরি মরু ডিঙাতেই হবে;
          সব মেঘ-চুম্বী চূড়া
জয় করতে না চাইলে নিষ্ফল উৎসাহে
          সমতল ক্ষেতে সেচ
শুকিয়ে যায় কালের নিশ্বাসে।

পৃথিবীতে যত নদী
সব আজও রক্তে বহমান।
অজগর বন সব
          ভূগোলে বিরল হয়ে-আসা
নিষ্কুণ্ঠার কুমারীত্বে
লুকিয়ে রাখে হৃদয়ের দূর দুর্গমতা।
পাঞ্জুর প্রত্যহ যত
যন্ত্রাবর্তে ঘোরালেও তাই,
প্রাণের পুরাণে জানি
আর্তি এক প্রাগৈতিহাসিক
অন্ধ গুহা থেকে নিত্য
পাড়ি দেয় অতল অসীমে।

সব চূড়া জয় করে'
মহাশূন্যে অগস্ত্য-প্রয়াণে
সে আর্তি না নিরুদ্দেশ
          যেতে চায় যদি
সময়ের জাদুঘরে
          মৃত ও বিকৃত
এ শতাব্দী হবে শুধু
প্রহেলিকা প্রত্ন-জিজ্ঞাসার।

BANGLADARSHAN.COM

কলম

ভোঁতা করতেই চাই কলমটা,
ভোঁতা আর পরুষ-কঠিন,
অতিসূক্ষ্ম দার্শনিকতার দম্ভে
        মাটিতে পাছে পা না ফেলে,
না যায় যাতে বাহবা কুড়োতে
নতুন কালের দিগ্‌গজদের দরবারে
ব্যাসকূটের বহ্বাস্ফোট নিয়ে,
ধর্মের কুঁড়োজালিতেও না যেন গিয়ে ঢোকে
        নামজপের নামতার নেশায়।

অনেক কাজ বাকি।
সখের সুখের সময় তার কোথায়?
কোথায় অবসর
আয়না ধরে নিজের ভাবনে মশগুল হবার?

BANGLADARSHAN.COM

ভোঁতাই থাক তাই কলমটা।
লাঙলের ফলা থেকে কিছু,
কিছু হাতুড়ির মাথা থেকে;
কিছু কোদালের, কিছু কুড়ুলের
ঋণ থাক এই কলমে।
ডগাটা হোক শক্ত
আর ডাঁটিটা সরল সোজা,
কারণ,
বিস্ফোরণের আগুন
প্যাঁচালো নলে ছোটে না।

হাতিয়ার নয়
হাতের কলম-ই শুধু,
কিন্তু তারই ভেতর
সমস্ত আগামী কালের বীজ

মূর্ছিত শব্দে আছে জমাট হয়ে
সুপ্ত বারুদের মত।
ধোঁয়াটে ধাঁধার ফুলঝুরিতে
তা কি ফুরিয়ে দেবার?

BANGLADARSHAN.COM

হয়তো

হয়তো আকাঙ্ক্ষা ছিল
ডুব দিয়ে জলের হৃদয়ে
        কোমল লিপ্ততা তার
        গভীর গাহনে নিয়ে ওঠা
        পবিত্র নির্মল উজ্জীবিত!

সব আলিঙ্গন এক
নদীর, নারীর।
একই বুঝি এ সত্তার গহন যাচনা–
        অভেদ আশ্লেষে
        নিঃসর্তে নিজেকে ঢেলে,
        চেতনায় তবু ধরে রাখা,
        স্বতন্ত্রের সশঙ্ক শিহর।
দগ্ধ দেহ মগ্ন হবে,
        কোথা সেই লুপ্তি স্বচ্ছতোয়া?
স্বৈরিণী সমুদ্র নয়,
        –আমাদের দম্ভে যার দ্বন্দ্বের আহ্বান–
সুশীতল স্নিগ্ধ গাঢ় জল
        তবু খরস্রোতা
        নিরাময় অবগাহনের
        খোঁজা কি বৃথাই?

আমাদের শশব্যস্ত সাবধানী লোভে
সব নদী চাটুশুল্কা দাসী হয়ে গেল।
সব তট নিরাপদ বাঁধানো বিলাস?

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতি

নিচে রাজপথে ক্লীবত্বের কাদা
        আর রুগ্ন ঔদাস্যের আবর্জনা।
ওপরের আকাশও তেমনি নোংরা
মাইক আর লাউড-স্পীকারের নিঃস্রাবে,
        নিঃসাড় না নির্বিকার আমার নগর?

বর্ষা এল তারপর
—পৃথিবী ভাসাবার,
সূর্য মুছে দেবার বর্ষা।
অবিরাম উন্মাদ ঝর্ঝর
        যেন, চেতনার ধ্বনিময় কারাগার।

সেই নিরুপায় নিভৃতিতেই
আমার নগর বুঝি
তার অগভীর ইতিহাস-মূলের তলায়
একটি হারানো স্মৃতির কণা খুঁজে পায়
—লবণাক্ত সমুদ্রের উগ্র আদিম স্বাদ
যে স্মৃতিতে এখনো জড়ানো,
আর অবাধ আরণ্য অলজ্জতায়।
        যার হিংস্রতাও পবিত্র।

BANGLADARSHAN.COM

প্রলয়-বিধাতা

কোথায় দেখছ মহাপ্রলয়ের সঙ্কেত?
শুধু কি বায়ুকোণের পুঞ্জিত রক্ত মেঘে?
প্রলয়-প্লাবনের উত্তাল তরঙ্গ-চূড়া দেখতে
        কোথায় আছ তাকিয়ে?
মহাসিন্ধুর দিক্‌চক্রবালে কি শুধু?
সব মিথ্যা আর জীর্ণতা
        যা পুড়িয়ে ছাই করে দেবে
সেই দাবানলের সূচনা কি খুঁজছ
        ঐ অরণ্যানীর গভীরে?

যুগযুগান্তের সমস্ত পুঞ্জিত পাপের পাষাণভার
আকাশ-ছোঁয়া অগ্ন্যুদ্গারে যা চূর্ণ বিদীর্ণ করবে
সে মহা-আলোড়নের রুদ্ধ গর্জনধ্বনির আশায়
কান পেতে আছ কি পৃথিবীর বুকে?
ওখানে নয়! ওখানে নয়!
প্রলয়ের আগমনী জানতে,
মানুষের চোখের দিকে তাকাও,
তোমার পাশে যারা আছে তাদের
নিত্য দুবেলা যাদের দেখছ, তাদেরও।

আকাশ সমুদ্র কি পৃথিবীর বুকে নয়,
কখনো গোচরে কখনো অগোচরে–
কালান্তরের ভয়ঙ্কর ভূমিকা
        রচিত হচ্ছে মানুষেরই মনের গহনে।
        প্রলয়-বিধাতা
        তুমি আর আমি-ই।

BANGLADARSHAN.COM

গলদ

হিংস্র এক শকট তোমার ট্যাংক হে সেনানী
অরণ্য করে ধ্বংস
আর শতজনকে করতে পারে দলিত।
কিন্তু একটিই তার ত্রুটি,
চালাবার কেউ তার চাই।

মহাবল তোমার বোমারু বিমান হে সেনানী।
ঝড়ের চেয়ে বেগে পারে উড়তে
বইতে পারে হাতীর চেয়ে বেশী বোঝা।
কিন্তু একটি শুধু তাঁর খুঁত,
মিস্ত্রী একজন তার দরকার।

মানুষ বড় কাজের জীব, হে সেনানী!
উড়তে পারে, হত্যাও পারে করতে।
এই শুধু তার গলদ
সে ভাবতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

মেঘলা দিনটা

মেঘলা একটা দিন
মোড়া রইল মনে
চোখের পাতা একটু ভেজানো
অশ্রুজলে ঝাপসা হয়ে
কি এক স্মৃতির কাঁটায় গাঁথা।

কিছুরই ছিল না ত্রুটি।
যে আসবার সে এসেছিল।
যা বলবার আর শোনবার
সবই বলেছি আর শুনেছি।
তবু কিছুই যেন
সুরে ঠিক পোঁছোয়নি।
কথাগুলো সব যেন মুখস্থ,
চেয়ে থাকা
আর ছোঁয়া লাগাটাও তাই।
মেঘলা দিনটার ভিজে ছোঁয়ায়
সবকিছুই কেমন নেতিয়ে গেছে।

আবার জানি রোদ উঠবে
ঝলমলিয়ে
আকাশ থেকে
ঠিকরে পড়বে আলো।
শুকনো শীতের হাওয়ায় থাকবে
শিহর-তোলা ধার,
অনেক বড় বড় শোক
আর বেদনার ক্ষত
তাতে হয়তো শুকিয়ে যাবে মিলিয়ে।
কিন্তু এই একটা ভিজে মেঘলা দিন
মনের গভীরে
জড়ানোই থাকবে কোথাও।

BANGLADARSHAN.COM

তার যা স্মৃতি
তা সুখ যেমন নয়,
তেমনি না দুঃখ না ব্যথা।
শুধু উদাস একটা বিষাদ
যেন কান্না হতে গিয়ে
হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছে।
মেঘলা একটা দিনের
বোবা কান্নার এই প্রহরগুলো
জীবনের আখেরী হিসেবটাই
কখনো পাকা হতে দেবে না।

BANGLADARSHAN.COM

প্রলয়ের পর

প্রলয় প্লাবনের পর
নোয়া-র কপোত নাকি উড়েছিল
অকূল পাথারে একটু শুকনো ডাঙা খুঁজতে।
এই সেদিনের সেই বিশ্বজোড়া
        হিংসার তাণ্ডবের পর,
আমাদেরও উৎসুক একটি স্বপ্ন
শুভ্র ডানা মেলেছে নীল শূন্যতায়
দুদণ্ড নেমে দাঁড়াবার
        একটু অকপট আতিথ্যের সন্ধানে
বিনিময় করতে
যথার্থ একটু হৃদয়ের উত্তাপ।
নেই বঝি, নেই।
কোথাও তা বুঝি পাবার নয়।
বিশ্বব্যাপী খাণ্ডবদাহের অগ্নিপরীক্ষাতেও
শুদ্ধ হয়নি মানুষ।
হিংসা বিষে জর্জর পৃথিবীতে
নিষেধের তীক্ষ্ণ শলাকা-কণ্টকিত প্রাচীর
দিনে দিনে দেশে দেশে
আরো উঁচু করে হচ্ছে গাঁথা,
বিভেদের পরিখা
আরো গভীর আর দুর্লঙ্ঘ্য।
মানুষের অখণ্ড মানবতা দিচ্ছে মুছে
তার ভৌগোলিক ঠিকানা আর ভাষা ভেদ।
জাতির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক
শুধু সশস্ত্র ঘৃণা আর অবিশ্বাসের।
হতাশ তবু হই না।
আর কোথাও না থাক,
আমাদের জন্যে
একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা পাতা আছে জানি

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণ সাগর থেকে উত্তর মেরু বলয় পর্যন্ত

পশ্চিমের বলটিক থেকে পূবের প্রশান্ত মহাসাগরে।

শোষণ পীড়নমুক্ত

এক নব মানব সমাজের সখ্যের হাত

আমাদের জন্যে সাগ্রহে প্রসারিত

এই আমাদের আনন্দ, এই আমাদের গর্ব।

সাক্ষী থাক মহাকাল

মানুষের রক্তমাখা অতীত মুছে দিয়ে

ভাবীকালের ইতিহাস আমরা নতুন করে লিখব।

BANGLADARSHAN.COM

বহতা

সেলোফেনে মুড়ে রাখলে
হিমাংকের নিচে।
হৃদয়ের কোনো স্মৃতি জারিত হয়না।
অ্যালবামে সযত্নে আঁটা
অতীতের মুখ
চিরদিন নিভাঁজ মসৃণ।
জানি সব,
তবু হায় আমি নিষ্ঠাহীন।
সময়ের স্রোত রুখতে
কোনদিন কড়ে একটা আঙ্গুল নাড়িনা।
পুরানো ছবির তাড়া
খুঁজতে গিয়ে তাই,
দেখি শুধু কীটে কাটা জঞ্জালের পুঁজি।
জীবন কখন খাত বদলে বয়ে গেছে,
প্রত্নশিলা রাখলেও খোদিত,
–সেখানে হারানো কোন ক্ষণ
অপেক্ষায় নেই কম্পমান।
যে মিছিল অফুরন্ত
আদি অন্তহীন,
তাতেই বিলীন সব পল ও বিপল।
যে মুহূর্ত চমকায়
অবিরাম বুকের স্পন্দনে,
তাই সময়ের সত্য।
তারই মাঝে দ্রবীভূত জীবন উত্তাপে
একাকার অনাগত, অধুনা, অতীত।
তাই জানি চিরন্তন
চির ধাবমান, অনিত্য অস্থির
বিধাতা বহতা।

BANGLADARSHAN.COM

অহৈতুক

না, কোনো উত্তর নেই।
পাবে না কখনো।
শুধু এক প্রহেলিকা
চিরদিন অভেদ্য জেনেই
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের
বৃত্ত গুণে যেতে হবে
অনির্ণিতকাল।

কে তুমি? চেও না জানতে
কেন? তাও।
চেতনার বিন্দু হয়ে
একবার শুধু একবার
অস্বচ্ছ বিস্বিত করো
বিশ্ব এক
একান্ত তোমার আপনার।
মুহূর্তের বুদ্বুদের মত
সে বিশ্বও চিরতরে
লুপ্ত হবে, জানি।
হোক তাই।

ক্ষণিকের খাদ্যোত-দ্যুতিতে
অহৈতুক একটি সৃষ্টি
ফুটে ঝরে যাক!

BANGLADARSHAN.COM

জবাব

সূর্যকে ভজনা করলে
রাত্রিকে কেমন করে দেবে বাদ।
স্রোত হতে চাইলে
তটের অচলতাকে কখনো যায় না ছাড়ানো।
ধ্বনি মানেই স্তব্ধতা।
উচ্ছল এই প্রাণের পাত্রে,
মৃত্যু আর জীবন
উৎকণ্ঠা আর উল্লাসই
নানান মাপে মেশানো।
প্রাণাধিকা পরমা
করালী থেকে হলাদিনী।

বামাচারীকে তাই ডাকি,
হাঁ আর না-এর এই মন্থ
নিষিদ্ধ চোলাই-এ নেশার চূড়ায় তুলে',
নিজেকেই আসন করে বসতে।
নিজেরই গহন অনাদি কামাবর্তে
মেলবার যদি হয়ত মিলবে
সব জ্বালা আর নেভার
জবাব!

BANGLADARSHAN.COM

ফুলকি

নিরবধি কাল আর অন্তহীন দেশ
তার মাঝে অতি ক্ষণিকের
একটি দাগ
বলতেও পারো তাকে
জিজ্ঞাসার একটি ফুলকি

কেন আর কি
জিজ্ঞাসাটুকু করতে না করতেই
যা নিশ্চিহ্ন
অশেষ অন্ধকারে
চিরকালের মত।
এই ফুলকিটুকুই ত
তুমি আর আমি
নিরুত্তর শূন্যে
একটা অস্ফুট অবোধ আবেদন
হোক্ না তাই–
জানি এক পারে
চেতনার ঊষালগ্নের আগে
চিররাত্রির অন্তহীন স্তব্ধতা
আর অন্য পারে
বিলুপ্তির অশেষ চিরন্তন অন্ধকার

তবু অতি ক্ষণিকের
এই নিষ্ফল স্ফুলিঙ্গটুকুই হোক
হতাশ জিজ্ঞাসার
প্রচণ্ড এক তীক্ষ্ণতা
নিশ্ছিদ্র অন্ধকার
যা হয়ত কখনো
বিদীর্ণও করতে পারে

BANGLADARSHAN.COM

উদ্ভাবন

না, কোনো উত্তর নেই।
তাই আর জিজ্ঞাসাও নয়।
নির্বিকার অন্ধকার
        আপনার নির্মম ঔদাস্যে
থাক চারিদিক ঘিরে
        চিরমৌনতায়
তার মাঝে
নিরর্থক চেতনার এ ক্ষণ-উদ্ভাস
হোক বুদ্বুদের মত।
তবু কোনো ক্ষোভ যেন
        হৃদয়কে আতুর না করে।

পৃথ্বী-গর্ভ হ'তে
        ক্ষুব্ধ
অবারণ উগ্র অগ্নি উদ্গারের মত
জানি বারবার এক
'কেন'
        জেগে উঠতে পারে
মথিত সত্তার
        তীব্র আর্তনাদ হয়ে।
কিছুতেই তাকে যেন
        দিওনা প্রশয়।

জেনো এ অনন্ত সৃষ্টি
        তোমারই এ চেতনার
        ক্ষণিক বিস্মিত ছায়া শুধু
ন্যায়, সত্য, প্রেম, মানবতা
এ শুধু তোমারই আপন উদ্ভাবন,
নির্বিকার শূন্যতাকে
বার বার দৃপ্ত তেজে যা দেয় ধিক্কার।

BANGLADARSHAN.COM

হলেই বা নিরর্থক নশ্বর বুদ্বুদ,
আপনারই উদ্ভাবনে
ক্ষণিকের নব সৃষ্টি গড়ো,
আর তারই মরীচিকা-দ্যুতি
বিচ্ছুরিত করে যাও
অচির উদ্ভাসে।

BANGLADARSHAN.COM

উদ্ভাসন

সূর্য খুঁজি কোথায়?
আকাশে নয়
নয় মৃত্তিকার হরিৎ উর্বরতায়,
পৃথ্বী পঞ্জরের পুঞ্জিত
শিলা সঞ্চয়ে নয়।
খুঁজি এই মানুষের মধ্যে
গহন পরম অনাদি সূর্য।

ইতিহাসের পটে
কতবার লেগেছে রক্তের ছোপ,
দেখেছি উৎক্ষিপ্ত আলোড়িত
মানব-প্রবাহের উন্মত্ততা।
সে সব'ত ক্ষণিক–
সময়ের অবিরাম স্রোতে হারিয়ে যাওয়া
আগামী শস্যের প্রস্তুতির-পলি।

কিন্তু সমস্ত ভাবীকাল রঞ্জিত করবার সূর্যও
কখনো চমকায়,
চমকায় এই মানুষের মধ্যে
তারই প্রতীক্ষায় মহাকাল থাকে জেগে
এক সত্তার উদ্ভাসিত সূর্য
ছড়িয়ে গিয়ে যখন হবে অগণন।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নচারী

স্বপ্নকে করিনা ঘৃণা,
স্বপ্ন নিয়ে যে থাকে থাকুক।
স্বপ্ন কি শুধুই বৃথা
তরঙ্গিত হৃদয়ের আবেগের ফেনা,
যেন দায়হীন এই
        মেঘের শুভ্রতা শরতের?
স্বপ্ন নয় অলস সম্ভোগ
        চিত্তের কুহরে অতি গোপনে লালিত।

স্বপ্নই রক্তাক্ত হয়
        হয় মৃৎ-মলিন
দর্পোদ্ধত দুঃসাহসে
সম্ভবের মর্ত্যসীমা
        বিস্তারের বাতুল সংগ্রামে।

অলীক বিলাস নয়,
স্বপ্ন হতে পারে এক
        পবিত্র যন্ত্রণা।
স্বপ্নচারী হও তাই
        নির্লজ্জ নির্ভীক
অসাধ্য সাধন ব্রতে
সে স্বপ্নে যা
বাস্তবের আর এক
        অকল্পিত নির্মিত নিয়তি।

BANGLADARSHAN.COM

অবিস্মরণীয়

কেউ কেউ শুধু বুঝি
মূর্তি হতে চায়
–মূর্তি আর কীর্তিস্তম্ভ।
–ধাতুতে ঢালাই কিংবা
পাথরের খোদাই।
দীর্ঘ ছায়া ফেলতে চায়
অনাগত কালের দিগন্তে।

পাদপ্রদীপের আলো জ্বেলে সারাক্ষণ
সে এক প্রকাশ্য বাঁচা
–শিরোনামা অস্তিত্বের ঘটা
ইতিহাস শুধু বুঝি
এই সব নিনাদিত নাম দিয়ে গাঁথা।

প্রাণের গভীরে তবু জানি,
অকাতরে নিজেদের মুছে রাখে তাই
দুটি নাম অবিস্মরণীয়,
–ইতিহাসে তারা শুধু
প্রভৃতি ইত্যাদি।

BANGLADARSHAN.COM

তরল মুকুর

এইত দেখা
অন্ধকারে এক চমকে!
এইত পাওয়া,
–টের না পেতেই ফুরিয়ে যাওয়া!
তবু বলি, তাতেই হবে!
মানে খোঁজার এবং বোঝার
ঢের মেহনৎ করেছি ত।
অনেক টোলে ঘুরেছিলাম,
অনেক পুঁথি ঘেঁটেছিলাম,
নাড়া বেঁধে অনেক গুণী মুনির
অনেক অনিদ প্রহর ধরে
অনেক কৃচ্ছ সেধেছিলাম।
আর সাধি না!
আঁকড়ে কিছু তাও ধরি না।
মুহূর্ত সব জ্বলেই নিভুক।
        ভেসেই ডুবুক অপার শূন্যে।
মানে যদি থাকে কোথাও
সব কিছুতে আপনা থেকে
        রং ধরাবে।
আলোর ছটার থাকলে উৎস
        তাও ছড়াবে।
শুধু কেবল মেলে রাখা,
শুধু কেবল মেলতে শেখা,
পাহাড় ঘেরা বিজন সায়র
        কেমন দিবানিশি
তরল মুকুর হয়ে শুধু
        সব চেতনা পেতে রাখে।

BANGLADARSHAN.COM

বড়দিন

শীতের আড়ষ্ট এই ছোট দিনগুলি,
ছোট ভয়ে,
লজ্জা, লোভ, নীচতায় ছোট।

প্রাণের কার্পণ্যে আর দুর্বল সংশয়ে
এই ছোট দিনগুলি কবে
হায়, বড় হবে?
যুগে যুগে কতবার
কত ক্রশ হলো রক্তে লাল।

মানুষের লাগি
দেবতার আর্ত প্রশ্ন
শূন্যে হলো হারা।

তবু আজও কোথা বড়দিন?
কই সেই আশ্চর্য সকাল?

BANGLADARSHAN.COM

নিয়তি

শিশির ভেজানো আর
সোনালি রোদের মায়া ছোঁয়া
দু-এক সকাল যদি
          বেছে বেছে গেঁথে রাখতে পারি
                    স্মৃতির মালায়,
একটা অন্ধ অমারাত
          হয়ত হতে পারে কিছু
                    জ্যোৎস্নায় মদির।

কিছু কিছু অন্ধকার
          নিরাশ্বাস বেদনার শূন্যতা থেকেও
          মাখিয়ে রাখলে দুটি চোখে
                    গাঢ় কালো কাজলের মত,
জীবনে কোনো কোনো জ্বলন্ত দুপুর
          হয়ত হতেও পারে
          অতর্কিত মেঘোদয়ে মৃদু।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু, কেন এই দীন কারুকলা
          অমোঘের অঙ্ক একটু দোলবার দুরাশা?

প্রাণের যা ঋতুচক্র,
তা'ত ঘোরে আপনার
          অস্খলিত ছন্দে নির্বিকার
জীবনের মানচিত্র
মরু মেরু অরণ্য কি নদী ও সাগর
          সমতল দুর্লঙ্ঘ্য গিরির
                    বিপরীত স্বাতন্ত্র্যে স্বাধীন।

তা যদি না হয়,
সমস্ত স্বৈরিণী নদী সাধ্বী হয় যদি
          শান্ত ও শাসিত

বাঁধ আর সেতুর বন্ধনে,
দুর্লঙ্ঘ্য গিরিরা সব
অগস্ত্য বিক্রমে নতশির,
নিস্তরঙ্গ নিরাপদ সে পরমায়ুর
কে চায় নিয়তি?

BANGLADARSHAN.COM

ছাপা না

তন্ন তন্ন অনায়াসে পড়ে ফেলবে সব,
সাজানো অক্ষরে বন্দী
তেমন বই ত নয়
          এ সৃষ্টি পৃথিবী।
জীবনটা অবিকল
ছাপানো ত’ পাবেনা কোথাও
দর্শন বিজ্ঞান আর
          ইতিহাস যত ঘেঁটে মরো।

মানচিত্র আঁকো যত
          নিখুঁত নির্ভুল
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার
          চুল-চেরা হিসাবের ছকে
এ পৃথিবী কোনোদিন
          সে ছকে মেলে কি?

সাগরে পাহাড়ে আর
          নিরুদ্দেশ দিগন্তেই নয়,
সামান্য পাথুরে ঢিবি
কিংবা তারই ফাটলের ফাঁকে
          এক গুচ্ছ দুঃসাহসী ঘাসে
পৃথিবী কৌতুকে রঙ্গে
ভূগোলের সব ছক-ছেঁড়া হাসি হাসে।

BANGLADARSHAN.COM

দিশারী

অন্ধকার সারারাত
একটি তারা প্রিয় করো যদি
ধ্রুব না-ই হোক
সেও ত দিশারী হয়ে
প্রভাতের বার্তা দিতে পারে
যত দূর হোক দিবালোক।

BANGLADARSHAN.COM

কেন?

একটা ‘কেন’ ছিল
প্রথম চোখ মেলবার বিস্ময়েও
গোপন কাঁটার মত।
সে-ই ‘কেন’-ই রেখে যেতে হয়
পাতার পর পাতায় পরমায়ুর
শুধু হতাশার কালিমাতেই লেপে নয়,
অহেতুক উল্লাসের বাসন্তীতেও ছোপানো।

উত্তর না-পাওয়ার নিয়তির জন্যেই
শেষ অবধি
থাকব বুঝি কৃতজ্ঞ।

BANGLADARSHAN.COM

দিন রাত্রি

এক এক রাত্রে
ঘরে-ই আর ফিরতে নেই,
সূর্যাস্তের-ই পেছনে
আশাহীন অনুধাবনে;
সূর্য ডুবলেও
তার শেষ আলোর ধিক্কার
বুকের মধ্যে
রক্তাক্ত হয়ে-ই যাতে জ্বলে।

এক এক দিন
জানলা দরজা বন্ধই রাখতে হয়
ভোর থেকে,
রাত্রের অন্ধকারটা
ধরে রাখবার জন্যে সারাদিন
–রাত্রের মথিত স্পন্দিত
সেই অন্ধকার
সমস্ত চেতনাকে
অণোরণীয়ান তড়িৎ-কণায়
যা বিচূর্ণ বিচ্ছুরিত করে দেয়
সত্তার নাভি-চক্রের আবর্তে।
তখনই বিদীর্ণ হ'তে পারে
সষ্টি-গর্ভ সে আদি নীহারিকা
অনাগত ভবিষ্যের শীৎকার-শিহরণে।

BANGLADARSHAN.COM

এক যে ছিল

এক যে ছিল আরশোলা, সে
কেন ছিল, কে-ই বা জানে!
পণ্ডিতেরা ভেবে সারা
কি তার মূল্য কি তার মানে!

আরশোলা সেও থেকে থেকে
শুঁড় দুটি তার নাড়িয়ে ভাবে,
জীবনভরা ফড়ফড়ানির
হদিস পাবে কোন কেতাবে?

পাঠ্য এবং অপাঠ্য সব
যা পায় সেত দেখে চেটে,
এই ধাঁধাটার জবাব কিন্তু
পায়নি বইএর পাহাড় ঘেঁটে।

বয়স নাকি এত যে তার
নেইক জুড়ি গাছ পাথরে
কোন সুখে সে আজও শুধু
ফড়র ফড়র উড়েই মরে।

শুধু কি তার ঘুপচি পেলেই
আদায় গাদায় কাটাই লক্ষ্য
অবশেষে ডি-ডি-টি-তে
ঠ্যাং ছুঁড়ে চিৎ হওয়াই মোক্ষ?

মনের ধন্দ ঘোচাতে সে
        খুঁজে বেড়ায় প্রাজ্ঞ প্রবীণ
ফড়ফড়িয়ে উড়তে গিয়ে
        তাঁরই দেখা পেল সেদিন।

লেপটে আছেন মৌনী ধ্যানী
ঘরের খাড়া দেয়াল সেঁটে।

BANGLADARSHAN.COM

নেইক কোন নড়ন চড়ন
তৈরী যেন পাথর কেটে।

আরশোলা তাঁর সামনে পড়ে
বললে,–প্রভু নিলাম শরণ
কৃপা করে দিন বুঝিয়ে
কিসের জন্য জীবন মরণ।

কি যে আমি, কেই বা আমি
আমিই যে কেউ, কোথায় প্রমাণ!
আমার মত ফালতু পোকার
          বাঁচা মরা নয় কি সমান?

ঠিক! ঠিক! ঠিক! বলেন ধ্যানী
সুরুৎ করে জিভ বাড়িয়ে।
বরাত জোরে আরশোলা তাঁর
নোলার নাগাল যায় ছাড়িয়ে

ফড়াৎ ফড়াৎ কানার মত
আরশোলা ধায় এধার ওধার।
মৌনী ধ্যানীর কৃপা থেকে
শেষ অবধি পাবে কি পার?

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের মাপ

মানুষের কত মাপ
কতজন কষে রেখে গেছে,–
দেহের নিরিখে কেউ,
কেউ হৃদয়ের
          চেতনার মেধা ও মতির।

হিসাব মেলাতে শেষে
সব মাপ তবু যেন
          হয় উপহাস,
জীবনকে স্বপ্নময়
          কুয়াশায় আদ্যন্ত ঢেকেও
সুচতুর শৃঙ্খলের
          ঝনৎকার লুকোনো যায় না।

BANGLADARSHAN.COM

উদ্ধার শুনেছি ঢের–
ভাগবত পরম করুণা
পাপী তাপী পতিতেরে
                    ত্রাণ করে নির্বিচার প্রেমে
সে স্বর্গীয় সমাধান
                    হেসে ঠেলে রেখে

ঘুম ভাঙলেই

ঘুম ভাঙলেই আমি যেন উঠে দেখবো
বৃষ্টি আর নেই,
ধোয়ানো ধবধবে ক'টা
মেঘ শুধু আকাশে টাঙানো;
বাতাসে হিংসার গন্ধ
একেবারে মুছেই গিয়েছে,
রোদের ঝলক ঠিক
পৃথিবীর হাসির মতন।

শহরটা হাত পা মেলে
আরো দূর ছড়িয়ে যেতে পারে,
কিংবা গুটিয়ে ঘন হয়ে
গাঢ় এক অন্তরঙ্গতায়,
গলিগুলো রাজপথে
ঘৃণা ঈর্ষা উগরে দেয় নাকো,
নগর-শিখর যেন
ঢেউ-তোলা আশায় উত্তাল।

ঘুমটা তবু ভাঙাই শক্ত।
বোবায় ধরা দুঃস্বপনের মুঠি,
মিথ্যে ভয়ের মুখোশ এঁটে
চেপেই আছে চলতি কালের টুঁটি।
স্বপন-পণ্য ভরা তরী
ফিরলে কোথায় ফিরি করি
কোন্ ঘাটেতে নাও ভিড়ালে
ঘাটের বাটের নেই নিশানা।
এবারে তো বান নেমেছে
মাথা তুলে জাগছে ডাঙা
আঁধার রাতের অবসান
উঠছে ভোরে সূর্য রাঙা।

BANGLADARSHAN.COM

সকাল বেলার সোনা নিয়ে
রাতের জ্যোছনা তায় মিলিয়ে
কল্পলোকের স্বপন রচো
দুঃস্বপনের চট্‌কা ভাঙা।

BANGLADARSHAN.COM

শতাব্দী

যেখানেই ডেরা বাঁধো
গিরি মরু ডিঙোতেই হবে।
          সব মেঘ-চুম্বী চূড়া
জয় করতে না চাইলে নিস্ফল উৎসাহে
          সমতল ক্ষেতে সেচ
শুকিয়ে যায় কালের নিশ্বাসে।

পৃথিবীতে যত নদী
সব আজও রক্তে বয়ে চলে।
অজগর বন সব
          ভূগোলে বিরল-হয়ে-আসা
নিষ্কুণ্ঠার কুমারীত্বে
লুকিয়ে রাখে হৃদয়ের দূর দুর্গমতা।

BANGLADARSHAN.COM

পাণ্ডুর প্রত্যহ যত
তুচ্ছতায় জড়ালেও তাই
প্রাণের পুরাণে জানি
আর্তি এক প্রাগৈতিহাসিক
অন্ধ গুহা থেকে নিত্য
পাড়ি দেয় অতল অসীমে।

সব চূড়া জয় করে
মহাশূন্যে অগস্ত্যপ্রয়াণে
সে আর্তি না নিরুদ্দেশ
          নিয়ে যায় যদি
সময়ের যাদুঘরে
          মৃত ও বিকৃত
এ শতাব্দী হবে শুধু
প্রহেলিকা প্রত্নজিজ্ঞাসার।

উচ্চৈঃশ্রবা

প্রাণের দৈন্যে ভীরু আর কৃপণ কি?
কে জানে
হঠাৎ কখন জানলা খুলে
সেও হয়ত দেখতে পাবে
মহাপ্লাবনের ফেনার চূড়ার মত
শাদা সেই ঘোড়াটা,
ঘাড়ের কেশর ফুলিয়ে,
নিশ্বাসে আগুনের হল্কা ছড়িয়ে,
ইহকাল কাঁপানো হ্রেষায়
যে, স্খলিত মুহূর্তের
স্ফুলিঙ্গ ঠিকরিয়ে ছুটছে
সময়ের দিগন্তে।
সে দেখাটা বুঝি ভ্রান্তি,
–বিমূঢ় মনের অলীক কুহক,
জন্মায়, পীড়িত রক্তিম
আমাদের আচ্ছন্ন চৈতন্যের বিকারে!
কিন্তু ওই উচ্চৈঃশ্রবা ই ত ছিল
মহাসমুদ্র মন্থনের
সর্বোত্তম আহরণ
আমাদের উল্লাস ও আতঙ্ক
ইতিহাস ও নিয়তি!
কোথায় তাকে হারালাম?
আমাদের ঘিরে আজ বাঁধানো রাস্তা
আর সাজানো শহর গড়বার
কি ব্যর্থ করুণ আকুতি!
উদ্ভাসিত সত্তার সেই বিদ্যুন্ময় দ্রুতি
কবে কোথায় বেচে দিয়ে এসেছি
দু মুঠো শান্তি আর স্বস্তির দামে।

BANGLADARSHAN.COM

সাতদিন

সাতটাত মাত্র দিন।
একটি বাদে তার সব কটি-ই
ছেড়ে দিতে রাজী।
একটি দিন শুধু আমার জন্যে থাক,
বিফল বাতিল একটি দিন
কোনো কাজেই যা লাগে না,
হিসেবের পাকা খাতায়, জমার ঘরে
কিছুই যা পারে না তুলতে,
ফাঁকা দিন, ফাঁকিপড়া দিন
প্রহরগুলো যার নিঃসম্বল শূন্যতায়
এলোমেলো ছড়াতে পারে দমকা হাওয়ায়।

এই লোকসানের দিনটাই শুধু আমার থাক
আমি সেটা খেয়াল খুশিতেই ওড়াবো,
ওড়াবো ঘুড়ির মত
ঘন ঘটার আকাশেও
ভেজে ভিজুক, ছেঁড়ে ছিঁড়ুক
উপরে যায়ত যাক
এই বেপরোয়া বাতুলতায়।
দুনিয়ায় সবই ত ছক বাঁধা
ছক বাঁধা আর কলের চাকায় জোড়া
অনায়াসে গড়িয়ে যেতে
কোথাও যাতে না বাধে।
একটা দল ছাড়া দিনই শুধু থাক আমার
দেউলে হবার দুঃসাহসেরও যা দেওয়ানা।

BANGLADARSHAN.COM

কয়েকটা সকাল

শিশিরে ভেজানো আর
সোনালী রোদের মায়া মাখা
কয়েকটা সকাল যদি
বেছে বেছে জমিয়ে রাখতে পারি
স্মৃতির গভীরে,
একটা অন্ধ অমারাত
হয়ত হতে পারে কিছু
জ্যোৎস্নায় মদির।
কিছু কিছু অন্ধকার
নিরাশ্বাস বেদনার শূন্যতা থেকেও
মাখিয়ে রাখলে চোখের পাতায়
কাজলের মত।
জীবনের কোনো কোনো জ্বলন্ত দুপুর
হয়ত হতেও পারে
অতর্কিত মেঘোদয়ে মৃদু।

কিন্তু, কেন এই দীন যোগ বিয়োগ
অমোঘের অঙ্ক একটু দোলবার দুরাশা।
জীবনের ঋতুচক্র
ঘুরে যায় আপনারই
অস্খলিত ছন্দে নির্বিকার
জীবনের মানচিত্রে
মরু মেরু দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত
অরণ্য কি সমতল প্রান্তর-বিস্তার
দুরন্ত নদী বা সিন্ধু
উত্তাল দুস্তর,
যে যার আপন ধর্মে
একেশ্বর, বিপরীত স্বাতন্ত্র্য বিলাসী।
তা যদি না থাকে,

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত কুলটা নদী সাধ্বী হয় যদি
শান্ত ও শাসিত
বাঁধ আর সেতুর বন্ধনে
দুর্লজ্ঘ্য গিরিরা সব নতশির
অগস্ত্য বিক্রমে
নিরাপদ নিস্তরঙ্গ সে পরমায়ুর
যে চায় নিয়তি?

BANGLADARSHAN.COM

আদিম

চোখের ওপর তোমায় আমি
খোলস ছাড়তে দেখছি বন্ধু।
তুমি কি জানো তা?
তোমার হাত আর পায়ের পাতাগুলো
থাবা হয়ে যাচ্ছে।
হিংস্র বাঁকা সব নখ বাড়ছে
সে থাবায়
নির্মম লুব্ধতার মত।
দীর্ঘ সর্পিল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ
তোমার শরীর
সর্পিল আর পিচ্ছিল শীতল
বিবরবিহারীদের মত।

BANGLADARSHAN.COM

অরণ্য তুমি পেছনে ফেলে এলে
অনেক দূরে ধূসর স্মৃতির অতীতে,
কিন্তু অরণ্য নিঃশব্দে এসেছে
তোমার পিছু পিছু।
তোমার দুর্গ ঘেরা
সমস্ত পরিখা ডিঙিয়ে
তোমার সমস্ত সাঁজোয়া পাহারা
ভেদ করে,
লালসা হয়ে তা তোমার
দিনের প্রহরগুলোর মুখে
লালা ঝরায়,
আতঙ্ক হয়ে আর্তনাদ বিদীর্ণ করে
তোমার রাতের
দুঃস্বপ্ন মথিত অন্ধকার
তোমার ভেতরকার শ্বাপদটা
ক্রমশঃ তোমাকে চতুষ্পদ করে তুলছে

তা কি টের পাচ্ছ বন্ধু?
তোমার ঘাড়ের পেশী ক্রমশঃ কঠিন হচ্ছে।
মুখটা মাটিতে নামিয়ে রাখতেই
তোমার স্বাচ্ছন্দ্য
শুধু চোখ দুটো এখনো তুমি
তুলতে পারো আকাশে।
তাই এখনো তোলো বন্ধু
আকাশের নীল বিস্ময়
এখনো তোমার দুচোখ দিয়ে নেমে
অরণ্য গ্রাস থেকে
তোমায় উদ্ধার করতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

সূত্রধার

অজানা মঞ্চ,
দৃশ্যও তাই
অমোঘ কোন এক বিধানে
তাতেই দাঁড়াতে হয়েছে
সূত্রধার হয়ে
এমন এক নাটকে
যা লেখাই হয়নি এখনও

অঙ্কে অঙ্কে দৃশ্যে দৃশ্যে
যবনিকা নামছে আর উঠছে
তার আলো পড়ছে
তীব্র উজ্জ্বলতায়
আমার ওপর।

BANGLADARSHAN.COM

বলো সূত্রধার বলো–
চারিদিকের প্রেক্ষামণ্ডপে যারা উপস্থিত
তাদের নিঃশব্দ প্রার্থনা
–বলো আমাদের সেই গোপন কথাটি
এই রহস্য নাটিকা
যে গেঁথে রেখেছে একটি সূত্রে

কি আমি বলব?
আমায় ঘিরে
সমস্ত মঞ্চময় আলোর বন্যা,
কিন্তু আমার চোখে,
শুধু অতল অন্ধকার।
কোন অঙ্কে পৌঁছেছি
তা ঠিক জানি না
কিন্তু নাটকের
অনেক অঙ্ক আছে বাকি
অনেক দৃশ্যও আছে

গাঢ় গভীর কুয়াশার মধ্যে অকল্পিত।

কি বলব আমি
সূত্রধার হয়ে দাঁড়িয়ে
অসমাপ্ত নাটকের
কোথায় ফেলব শেষ যবনিকা?
কোনও সূত্রধার তা কি পারে
সে নিজেই যদি হয়
সে নাটকের নায়ক?

BANGLADARSHAN.COM

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ভীরুদের ভিক্ষা নয়
সর্ব ভয় থেকে পরিত্রাণের
শুধু ত্রাহিত্রাহি আর্তনাদ,
লুব্ধের প্রার্থনা নয়
শুধু অশেষ অক্ষয় ধনমান পরমায়ুর
কল্পিত পদাশ্রয় শরণ নয়
দুর্বল দীনের
সত্যের নিরাবরণ মুখ
দেখতে না চাওয়ার কাপুরুষতায়।
তোমার সন্ধান
এ সব করুণ ক্লৈব্যের অতীত
অনেক গভীরে।

BANGLADARSHAN.COM

জন্ম মৃত্যু জরার
অশেষ এ ঘূর্ণাবর্তই
তুমি দিতে চেয়েছ ঘুচিয়ে।
দিয়েছও তাই
এই যাতনা-যন্ত্রের
নাভিমূল বাসনাই উপড়ে দিয়ে।

নিরর্থক জিজ্ঞাসার
নিরন্তর যন্ত্রণা তোমার নয়
তোমার শুধু শেষ উত্তরের
তুহিন প্রশান্তি।

নিজেদেরই অচ্ছেদ্য জাতক বৃত্তে বন্দী
শূন্যধ্বনির ক্রীড়াচক্র
কি হবে মিছে ঘুরিয়ে,
যদি না,
তোমার অর্হৎ সিদ্ধির

মর্মসন্ধানের সাহস

সার্থক করে

আমাদের ঐকান্তিক উচ্চারণ–

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM